শিশু নিলয় ফাউন্ডেশন

২২/এ, মুজিব সড়ক, যশোর-৭৪০০

৩য় সংখ্যা

এসএনএফ দর্পন

জুলাই ২০১৮-জুন ২০১৯

সম্পাদনা পরিষদঃ

সম্পাদকঃ
নাছিমা বেগম
নির্বাহী পরিচালক

প্রণয়নেঃ
মোঃ জাহাঙ্গীর আলম
পরিচালক (মাইক্রোফিন্যান্স)

রোজিনা আকতার
পরিচালক (সোস্যাল ডেভেলপমেন্ট)

প্রকাশনায়ঃ
মেহেদী হাসান
উপ-পরিচালক (এমআইএস)
রিসার্স এন্ড ডকুমেন্টেশন বিভাগ
শিশু নিলয় ফাউন্ডেশন (এসএনএফ)

সামাজিক কর্মকান্ডের সঠিক রূপদানে মাইল ফলক হলো শিশু নিলয় ফাউন্ডেশন

বিগত ২২ মার্চ, ২০১৯ ইং তারিখে সংস্থার কনফারেন্স রুমে শুদ্ধাচার চর্চায় শ্রেষ্ঠ কর্মকর্তাদের সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। প্রধান অতিথি হিসেবে আসন অলংকৃত করেন জনাব মো: আবদুল করিম, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন এবং বিশেষ অতিথি: জনাব একিউএম গোলাম মাওলা, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন, জনাব এ.কে.এম ফয়জুল হক, সহকারি মহাব্যবস্থাপক (কার্যক্রম), পিকেএসএফ, জনাব মোয়াজ্জেম হোসেন চৌধুরী, সম্মানিত নির্বাহী পরিষদ সদস্য ও জনাব নাছিমা বেগম, নির্বাহী পরিচালক, শিশু নিলয় ফাউন্ডেশন। সভাপতিত্ব করেন জনাব সুলতান আহমদ, চেয়ারম্যান, শিশু নিলয় ফাউন্ডেশন। প্রধান অতিথি মহোদয় তাঁর বক্তব্যে সংস্থার ইতিহাস সংক্ষিপ্ত আকারে তুলে ধরেন এবং কার্যক্রম নিয়ে বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করেন যা সংস্থার প্রতিটি স্তরের কর্মজীবিকে উজ্জীবিত করেছে। তিনি আরও উল্লেখ করেন বিভিন্ন সামাজিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ এবং তা সঠিক ও সূচারু রূপদানের মাইল ফলক হচ্ছে এই সংস্থা। তিনি সংস্থার সার্বিক উন্নয়ন এবং কর্ম এলাকা সম্প্রসারনের জন্য পিকেএসএফ হতে সহযোগিতার আশ্বাস প্রদান করেন। অনুষ্ঠান শেষে প্রধান অতিথি মহোদয় সম্মানিত বিশেষ অতিথিবৃন্দদের নিয়ে সংস্থার নতুন ০৬ (ছয়) তলা ভবনটির কার্যক্রম পরিদর্শন করেন এবং কাজের অগ্রগতির সন্তোষ প্রকাশ করেন।

আন্তর্জাতিক নারী দিবস-২০১৯ এর বিশেষ সম্মাননায় নাছিমা বেগম, নির্বাহী পরিচালক, শিশু নিলয় ফাউন্ডেশন

নারীর ক্ষমতায়ন ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বিশেষ অবদানের জন্য পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থা শিশু নিলয় ফাউন্ডেশন-এর নির্বাহী পরিচালক জনাব নাছিমা বেগমকে বিশেষ সম্মাননা প্রদান করা হয়। দীর্ঘদিন বাংলাদেশের সামাজিক উন্নয়নের স্বীকৃতি স্বরুপ তিনি পিকেএসএফ কর্তৃক আন্তর্জাতিক নারী দিবস'২০১৯ ইং এ বিশেষ সম্মাননায় ভূষিত হয়েছেন।

জনাব নাছিমা বেগম শিশু নিলয় ফাউন্ডেশন-এর সাথে একসঙ্গে কাজ করা সকল সহকর্মী ছাড়াও কমিটির সম্মানিত সদস্যবৃন্দ এবং আরোও অগণিত স্বেচ্ছাসেবী মানুষদের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন।

উল্লেখ্য, ২০১৪ ইং সালে যশোর জেলার শ্রেষ্ঠ সমাজকর্মী হিসেবে জেলা প্রশাসক, যশোর মহোদয়ের নিকট হতে এবং ২০১৭ ইং সালে মাগুরা সদর ও শালিখা উপজেলায় বাল্য বিবাহ বন্ধে সরকারের পাশাপাশি বিশেষ অবদানের স্বীকৃতি স্বরুপ বিভাগীয় কমিশনার, খুলনার নিকট হতে সম্মাননা লাভ করেন।

সংস্থা হতে দরিদ্র শিক্ষার্থীদের মাঝে শিক্ষাবৃত্তি প্রদান

বিগত ১৩ জুন ২০১৯ এসএনএফ-এর প্রধান কার্যালয়ে শিক্ষাবৃত্তি প্রদান অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সংস্থার চেয়ারম্যান জনাব সুলতান আহমেদ-এর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন যশোরের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) হুসাইন শওকত। এ সময় উপস্থিত ছিলেন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক জনাব নাছিমা বেগম ও পরিচালক (এমএফপি) জনাব জাহাঙ্গীর আলম। পিকেএসএফ এর অর্থায়নে শিশু নিলয় ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে এবার ৭৪ জন দরিদ্র শিক্ষার্থীদের মাঝে মোট ৮,৮৮,০০০/- টাকা শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করা হয়েছে। প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে ১২,০০০/- টাকা করে শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করা হয়।

গুণগতমানের প্রশিক্ষণে দক্ষ করা সম্ভব অদক্ষ শ্রমিকদের

বিগত ১৭.০৬.২০১৯ ইং রোজ সোমবার সকাল ১১.০০ ঘটিকায় শিশু নিলয় ফাউন্ডেশনের প্রধান কার্যালয়ের হল রুমে PACE প্রকল্পের আওতায় ইমিটেশন গোল্ড জুয়েলারী প্রকল্পের "পণ্য পরিবহনে হয়রানী রোধে সরকারী/বেসরকারী পর্যায়ের বিভিন্ন সেবাপ্রদানকারী সংস্থা, ব্যবসায়ী, সুশীল সমাজ ও কারখানার মালিকদের নিয়ে সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কর্মশালা" অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জনাব গোলাম রব্বানী সেখ, পিপিএম, যশোর এবং বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কোতয়ালী থানার উপ-পুলিশ পরিদর্শক জনাব কামাল হোসেন। উক্ত কর্মশালায় আরও উপস্থিত ছিলেন সংস্থার উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ। কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক জনাব নাছিমা বেগম। অনুষ্ঠানে প্রকল্প সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানটির মাধ্যমে প্রধান অতিথি এ ধরনের একটি প্রকল্প নিয়ে মহেশপুর এলাকায় কাজ করার জন্য পিকেএসএফ এবং শিশু নিলয় ফাউন্ডেশন-কে ধন্যবাদ জানান। তিনি আরও বলেন যে অত্র এলাকায় যারা এ ধরনের কাজের সাথে জড়িত অশিক্ষিত এবং অদক্ষ শ্রমিকদেরকে গুনগতমান সম্পন্ন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ করে গড়ে তোলা যায় তাহলে আরও ভাল মান সম্পন্ন পণ্য তৈরী করতে পারবে এবং আয় বৃদ্ধি করবে ও কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরী হবে, প্রশিক্ষণের পাশাপাশি উক্ত পণ্যের বাজারজাত করণ নিয়েও কাজ করতে হবে সেক্ষেত্রে, প্রশাসনের সাথে লিংকেজ বাড়াতে হবে এবং কেন্দ্রীয় ভাবে কর্মশালার ব্যবস্থা করতে হবে। তিনি প্রকল্প সংশ্লিষ্ট সকলকে জেলা পর্যায় থেকে উক্ত ব্যবসায় পরিচালনার জন্য রেজিষ্ট্রেশন এর ব্যবস্থা করার আহ্বান জানান। যশোর জেলার ভিতরে কোন পুলিশের সদস্য কর্তৃক ইমিটেশন পন্য পরিবহনের হয়রানির স্বীকার হলে তিনি সেটার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণকরাসহ সার্বিক সহযোগিতা করবেন বলে জানান। এছাড়াও তিনি উর্ধ্বতন মহলে বিষয়টা নিয়ে আলোচনারও আশ্বাস দেন। পণ্য পরিবহনের সময় প্রকল্পের প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট্স এবং সংস্থার লগো ব্যবহার করা যেতেপারে বলে পরামর্শ প্রদান করেন।

সম্পাদকীয়

স্বাধীনতার পর থেকে এ পর্যন্ত এ দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি সামাজিক উন্নয়ন সংস্থাসমূহের নিরলস প্রচেষ্টার ফলে বাংলাদেশের দারিদ্র্যের সীমা উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পেয়েছে। স্বাধীনতার পর যেখানে বাংলাদেশে দারিদ্র্য সীমার নিচে বসবাসকারী লোকের সংখ্যা ছিল প্রায় ৭৩ শতাংশ, তা কমে বর্তমানে দারিদ্র্য সীমার নিচে বসবাসকারী লোকের সংখ্যা ২৪ শতাংশ, এর মধ্যে গ্রামীণ দারিদ্র্য সীমার নিচে বসবাসকারী লোকের সংখ্যা ৩১.৫ শতাংশ। বিশ্বব্যাংকের গবেষণামূলক প্রতিবেদনে দেখা যায় যে, বিগত এক দশকে অর্থাৎ ২০০১-১০ মেয়াদে বাংলাদেশে দরিদ্র মানুষের সংখ্যা কমেছে প্রায় দেড় কোটি। অথচ এর ঠিক আগের দশকে অর্থাৎ ১৯৯০-২০০০ সনের মধ্যে দরিদ্র মানুষের সংখ্যা কমেছিল মাত্র ২৩ লাখ। এ সফলতা সত্ত্বেও এখনো পর্যন্ত দেশের সব নীতি নির্ধারণ ও উন্নয়ন কৌশলের অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে দারিদ্র্য বিমোচন। দারিদ্র্য বিমোচন থেকে মুক্তি লাভই হচ্ছে আর্থসামাজিক অগ্রগতির গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশিকা। এক্ষেত্রে দেশের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতির পেছনে সরকারের অর্থনৈতিক উন্নয়ন কার্যক্রম, বেসরকারি পর্যায়ে ক্ষুদ্র ও মাঝারি বিনিয়োগ এবং একই সঙ্গে সামাজিক উদ্যোগের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। বাংলাদেশে দারিদ্র্য হ্রাস পাওয়ায় মানব উন্নয়ন সূচকেও লক্ষণীয় অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে। বাংলাদেশের পরিকল্পিত অর্থনৈতিক উন্নয়নের বিষয়টি সাংবিধানিকভাবে স্বীকৃত। উল্লেখ্য ১৯৭৩ ইং সন থেকে ২০১৫ ইং সন পর্যন্ত মোট ৬টি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং একটি দ্বি-বার্ষিক পরিকল্পনার মাধ্যমে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করার অন্যতম লক্ষ্যই ছিল দারিদ্র্য বিমোচন। ২০১৭ ইং সনের মধ্যে সম্পূর্ণভাবে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এমডিজি) এবং ২০৩০ ইং সনের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জনের ব্যাপারে সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এ পরিকল্পনায় দারিদ্র্য নিরসনকল্পে যে ভূমিকার উল্লেখ রয়েছে তা হলো: উপার্জনক্ষম লোকের কাজের সুযোগ সৃষ্টি; কৃষি উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং অকৃষি খাতে কর্মসৃজন; শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও পুষ্টি খাতে সরকারি ব্যয়ে আঞ্চলিক বৈষম্যের বিষয়টির ওপর অধিকতর গুরুত্বারোপ; খাস জমি বিতরণ, সার, বীজ, সেচ, বিদ্যুৎ এবং গ্রামীণ সড়ক ব্যবস্থা ইত্যাদি বিভিন্ন উপাদান সহায়ক বিষয়সমূহে দরিদ্রদের অগ্রাধিকার নিশ্চিতকরণ; শহরবাসী দরিদ্রদের জন্য নাগরিক সুবিধা প্রদান করা। দারিদ্র্য নিরসনের অঙ্গীকার নিয়ে ২০১৬-২০ ইং মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের কাজ এগিয়ে চলেছে। এসব কার্যক্রমের উদ্দেশ্য হচ্ছে উচ্চতর প্রবৃদ্ধি অর্জনের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন তথা দারিদ্র্য সীমার নিচে বসবাসকারী জনগণের সংখ্যা ১৫ শতাংশে নামিয়ে আনা এবং ২০২১ ইং সনের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করা। উল্লিখিত এসমস্ত কাজে সরকারের পাশাপাশি বে-সরকারি উন্নয়নমূলক সংস্থাসমূহ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখাসহ অদিষ্ট লক্ষ্যে পৌছানোর জন্য নিরলসভাব কাজ করে যাচ্ছে।

শিশু ও মহিলাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের ভূমিকায় নাছিমা বেগম

নাছিমা বেগম একজন নির্ভিক এবং প্রগতিশীল মমতাময়ী নারীর নাম যার নিরলস পরিশ্রমের স্বর্ণকমল হলো আজকের শিশু নিলয় ফাউন্ডেশন (এসএনএফ)। তিনি ঝিনাইদহ জেলার কোটচাঁদপুর উপজেলার এলাকার সনামধন্য ডাক্তার পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মৃতঃ ডাঃ আহসানুল করিম খাঁন এলাকার মানুষের জন্য নিবেদিত প্রাণ এবং মাতা মৃতঃ মাজেদা বেগম একজন সফল মা ও গৃহিনী। পরিবারের ০৫ (পাঁচ) ভাই-বোনের মাঝে নাছিমা বেগম তৃতীয়। ১৯৮৫ ইং সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সামাজিক কর্ম বিভাগ থেকে তিনি স্নাতকোত্তর ডিগ্রী লাভ করেন। তিনি ১৯৮৯ ইং সালে লেখাপড়া শেষ করেই শিশু নিলয় ফাউন্ডেশনে কাজ শুরু করেন এবং ধীরে ধীরে বুঝতে পারেন এ দেশের অগনিত দরিদ্র মানুষের উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন গ্রামীণ নারীদের উন্নয়ন এবং তাদের পাশে দাঁড়ানো। তাই শুধুমাত্র উপদেশ নয় বরং প্রয়োজনে তাদের পক্ষে অবস্থান করে তাদের চাহিদা অনুসারে তাদেরকে সহায়তা দিয়ে একযোগে কাজ করে এসেছেন। একটু-একটু করে তাদের হাত ধরে সময়ের দিকে এগিয়ে নিয়ে আসতে সাহায্য করেছেন। পরবর্তী সময়ে এই সামাজিক কর্মকান্ডকে আরও বেগবান এবং এসএনএফ-এর বিস্তারকল্পে ইউকে-এর কিংস্ আলফ্রেড কলেজ থেকে ডিপ্লোমা ইন প্রাইমারী এডুকেশন ম্যানেজমেন্ট স্পেশালিষ্ট এবং কমনওয়েল্থ স্কলারশীপ নিয়ে প্রফেশনাল ফেলোশিপ, কানাডার সেন্ট ফ্রান্সিস জেভিয়ার ইউনিভার্সিটির আওতাধীন কোডি ইন্টারন্যাশনাল ইনিস্টিটিউট থেকে ডিপ্লোমা ইন কম্যুনিটি বেজ্ড ডেভেলপমেন্ট এবং জাপানের এ.এইচ.আই থেকে ইন্টারন্যাশনাল কোর্স অন লিডারশীপ ফর কম্যুনিটি হেল্থ এন্ড ডেভেলপমেন্ট কোর্স সম্পন্ন করেন। দরিদ্র ও অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীর বিশেষ করে শিশু ও মহিলাদের ক্ষমতায়নের মাধ্যমে জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে ভূমিকা রাখার প্রত্যয় নিয়ে বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের বর্তমানে প্রায় এক লক্ষ ত্রিশ হাজার (১,৩০,০০০) দরিদ্র জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য বিমোচন এবং তাদের সার্বিক উন্নয়নে এসএনএফ-এর অগ্রযাত্রা অব্যাহত রেখেছেন।

সংস্থার কার্যনির্বাহী পর্ষদের সম্মানিত সদস্যদের প্রবীন সামাজিক কেন্দ্রের শুভ উদ্বোধন

পিকেএসএফ এর আর্থিক সহযোগীতায় শিশু নিলয় ফাউন্ডেশন এলাঙ্গী ইউনিয়নে প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচী বাস্তবায়ন করছে। উক্ত কর্মসূচীর আওতায় গত ১৩/০১/২০১৯ ইং তারিখে ৫নং এলাঙ্গী ইউনিয়নের বাগডাঙ্গায় অবস্থিত "এলাঙ্গী ইউনিয়ন প্রবীণ সামাজিক কেন্দ্র" উদ্বোধন করা হয়। উক্ত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জনাব সুলতান আহম্মদ, চেয়ারম্যান, শিশু নিলয় ফাউন্ডেশন, জনাব নাছিমা বেগম, নির্বাহী পরিচালক, মোঃ জাহাঙ্গীর আলম, পরিচালক (এমএফপি) ও অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ। এছাড়া গ্রাম, ওয়ার্ড ও ইউনিয়ন কমিটির সভাপতিগণ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এলাঙ্গী ইউনিয়ন প্রবীণ কমিটির সভাপতি, জনাব মোঃ ইমান আলী বলেন, শিশু নিলয় ফাউন্ডেশন, ৫নং এলাঙ্গী ইউনিয়নের বাগডাঙ্গায় প্রবীণদের জন্য

যে প্রবীণ সামাজিক কেন্দ্র তৈরী করেছে, যা প্রবীণদের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পারিবারিক জীবনে প্রবীণদেরকে কেউ সময় দিতে চায়না। তাই অবসর সময় প্রবীণগণ এখানে এসে পত্রিকা পড়া, টিভি দেখা, ক্যারাম বোর্ড, লুডু, দাবাখেলা, মতবিনিময় করা, সুখ-দুঃখের আলাপ আলোচনা করা ইত্যাদির মাধ্যমে অলস সময় অতিবাহিত করতে পারবেন। প্রবীণ সামাজিক কেন্দ্র এলাকার প্রবীণদের মধ্যে ব্যাপক সাড়া ফেলেছে। উদ্বোধন অনুষ্ঠান

শেষে সংস্থার সম্মানিত কার্যনির্বাহী পর্ষদের সদস্যগণ "সম্মাননা, বয়স্ক ভাতা ও উপকরণ বিতরণ" শীর্ষক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রবীণদের মাঝে বয়স্ক ভাতা, কম্বোল, চাঁদর, হুইল চেয়ার, কমোড ও ওয়াকিং স্টীক বিতরণ করেন। এই একই দিনে সম্মানিত কার্যনির্বাহী পর্ষদের সদস্যগণ সংস্থার মহেশপুরে চলমান পেইজ (ইমিটেশন গোল্ড জুয়েলারী) এর বিভিন্ন কার্যক্রম পরিদর্শন করেন এবং চলমান কার্যক্রমে সকলেই সন্তোষ প্রকাশ সহ বিভিন্ন দিক নির্দেশনা প্রদান করেন।

ছাগল পালনে সোনাভানের সাফল্য

সোনাভান বেগম, স্বামী: মোঃ রফিকুল ইসলাম, গ্রামঃ কাঠালিয়া, ইউনিয়নঃ এলাঙ্গী, উপজেলাঃ কোটচাঁদপুর, জেলাঃ ঝিনাইদহ। শিশু নিলয় ফাউন্ডেশন, এলাঙ্গী শাখার একজন সদস্য। শিশু নিলয় ফাউন্ডেশন, এলাঙ্গী শাখা হতে ছাগল পালন প্রকল্পে ১০০০০/-টাকা ঋণ গ্রহণ করে ২টি ব্লাক বেঙ্গল মা ছাগল ক্রয় করেন কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে ১টি ছাগল মারা যায়, কারণ হিসেবে বুঝতে পারেন মাটিতে রাখার জন্য মারা গেছে। মাঁচা পদ্ধতীতে ছাগল পালন বিষয়ে জানা ছিলনা। কিছুদিন পর শিশু নিলয় ফাউন্ডেশন সমৃদ্ধি কর্মসূচির পরামর্শ ক্রমে ২ দিনের মাঁচা পদ্ধতীতে ছাগল পালনের উপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণ পরবর্তী আরো ৩টি মা ছাগল ক্রয় করে মাঁচা পদ্ধতীতে ছাগল পালন শুরু করেন। বর্তমানে তার ১৭টি ছাগল আছে এবং ইতিমধ্যে ৮টি ছাগল ৯২০০০/-টাকায় বিক্রয় করেছেন। এখন প্রতি মাসে গড়ে ৫০০০-৬০০০ টাকার ছাগল বিক্রয় করছেন। স্বামীর ও তার যৌথ আয়ের ফলে সংসারে স্বচ্ছলতা ফিরে এসেছে। তার ছেলে এখন কলেজে পড়ছে। স্বামী সংসার নিয়ে বর্তমানে খুব ভাল আছেন।

নিজ ভাগ্যের চাকা পরিবর্তনে রবিউল ইসলাম

মো: রবিউল ইসলাম রবি (বয়স ৩০ বছর ৯ ভাই রোনর মধ্যে ৮ম) পিতার নাম আফসার আলী, মাতার নাম রাবেয়া বেগম, গ্রাম চাকলা, চৌগাছা, যশোর। রবি এইচ.এস.সি পাশ করার পর আর পড়াশুনা করার প্রতি মনোযোগ না দিয়ে ছোট আকারে নার্সারী ও ড্রাগন চাষ করার স্বপ্ন দেখেন। কিন্ত টাকার অভাবে তার স্বপ্ন বাস্তবায়ন করার সম্ভব হয়ে উঠছিল না। তিনি শিশু নিলয় ফাউন্ডেশন থেকে নার্সারী প্রকল্পে ৫০০০০/- টাকা ঋণ গ্রহণ করেন। এই টাকা নিয়ে তিনি ২ বিঘা জমিতে নার্সারী ও ১ বিঘা জমিতে বাউকুল চাষ করেন। প্রথম বছর তিনি নার্সারী ও বাউকুলে ভাল লাভবান হন। পরবর্তী বছর তিনি সংস্থা থেকে ১ লক্ষ টাকা ঋণ গ্রহণ করেন এবং তার নার্সারী ও কুলের চাষ বৃদ্ধি করতে থাকেন। ২০১৭ সালের শেষের দিকে তিনি এলাঙ্গী শাখা থেকে ২ লক্ষ টাকা ঋণ গ্রহণ করেন এবং নার্সারীর পাশাপাশি কাশমীর আপেল কুল ও ড্রাগন চাষ শুরু করেন। ড্রাগন, নার্সারী ও কুল চাষ থেকে বছরে ৩ লক্ষ টাকা লাভ করেন। চলতি বছরে তিনি তার প্রকল্পসমূহ সম্প্রসারণ করার জন্য ৪ লক্ষ টাকা ঋণ গ্রহণ করছেন। বেকারত্বের অভিশাপ মোচন করে রবিউল ইসলাম নিজ চেষ্টায় নিজের ভাগ্য পরিবর্তন করেছেন। বর্তমানে তার প্রকল্পে ৫/৬ জন লোক নিয়মিত কাজ করছে।

দিনবদলের ইতিকথায় নাজমা বেগম

ঝিনাইদাহ জেলার কালিগঞ্জ উপজেলার নরদহি গ্রামে নিম্নবিত্ত নাজমা বেগমের বসবাস। একদিকে স্বামীর-সংসারের নিত্ত দিনের চাহিদা ও অন্যদিকে গ্রাম্য মহাজনের কাছে দেনা নিয়ে স্বামী মোঃ তোফায়েল আহম্মেদ, দুইটি ছেলে নিয়ে কষ্টে দিনযাপন করে আসছিলেন। কৃষক স্বামীর কৃষিকাজ করে সংসার চালাতে হিমশিম খেতে হত। সংস্থার বড় ধোঁপাদী শাখার মাধ্যমে সমতা মহিলা সমিতি হতে ১০০০০/- টাকা ঋণ গ্রহণ করে কৃষিকাজের ফাঁকেফাঁকে ক্ষেতথেকে সোলা কুড়িয়ে বিভিন্ন রকমের ফুল, ফুলের তোলা, গলার মালা, কানের দুল, ফুলদানী ইত্যাদী তৈরী করে গ্রামের ছেলেমেয়েদর মাঝে বিক্রি করে সংসার চালতে শুরু করেন বর্তমানে যা রিতিমত শিল্পে পরিণত হয়েছে। তিনি ১২ শতক জমি ক্রয় করেছেন এবং ২বিঘা জমি বন্ধক নিতে সক্ষম হয়েছেন। এখন প্রতিমাসে তার এই প্রকল্পে ২০-২৫ জন স্কুল কলেজে পড়ুয়া ছেলে মেয়েরা পার্ট-টাইম কাজ করে এবং ১০-১৫ জন প্রশিক্ষণার্থী রয়েছে। প্রতি মাসে প্রকল্প থেকে তার মাসিক আয় হয় ১৫০০০/- থেকে ২০০০০/-হাজার টাকা। প্রকল্পটিকে আরো সম্প্রসারন করা এবং সরকারী সাহায্যপুষ্ট হয়ে বিদেশে মার্কেট সৃষ্টি করায় হ'ল বর্তমানে তার একমাত্র লক্ষ্য।

রাশিদার অভাবনীয় সাফল্য

যশোর জেলার চৌগাছা উপজেলার কারিগর পাড়া গ্রামের ছোট একটি টিনের ঘরে স্বামী সন্তানের সাথে মোছাঃ রাশিদা খাতুনের বসবাস। পিতা মাতার নয় ছেলে মেয়ের মধ্যে রাশিদা ৭ম নম্বর । অভাব অনটনের সংসার স্বামীর সামান্য আয়ে কোন রকমে চলত। সংস্থার চৌগাছা শাখার অগ্রসর ঋণের মাধ্যমে প্রথমে ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার টাকা) ঋণ গ্রহণ করে দড়ি কারখানার কাজ শুরু করেন এবং হাটি হাটি-পাপা করে এগোতে থাকেন। সংস্থার পৃষ্ঠপোশকতায় ৯০০০০/- (নব্বই হাজার টাকা) ঋণ গ্রহণ করে একটি দড়ি তৈরি মেশিন ক্রয় করেন। এটাই হল তার ভাগ্য পরিবর্তনের প্রথম সোপান। মেশিন পাওয়ার পর সে বাড়ির আশে পাশে কিছু মহিলাদের পারিশ্রমিকে দিয়ে কাজ করানো শুরু করেন। তার কাজের গুনগত মানের কারণে সফলতার সাথে এগোতে থাকেন। প্রথমদিকে তার আয় কম থাকলেও আস্তে আস্তে তার কর্ম দক্ষতা সফলতার দিকে নিয়ে যায়। বর্তমানে শিশু নিলয় ফাউন্ডেশনের থেকে ১,৫০,০০০/- (এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা) ঋণ গ্রহণ করেছেন। এখন প্রতি মাসে (৩০- ৩৫) হাজার টাকা আয় করছেন। তার প্রথমদিকের সেই সাহসী মনোভাব এর কারণে তিনি আজ সাবলম্বী। অদম্য সাহস ও মনবল নিয়ে এগিয়ে যাওয়া রাশিদা এখন পরিবার, সমাজ এবং রাষ্ট্রের জন্য মাইল ফলক। তার প্রকল্পে এখন ৭ থেকে ৮ টি দড়ি তেরি মেশিন আছে। রাশিদা আজ নিজের নয় তিনি এখন সমাজের সম্পদ।

বাল্যবিবাহকে লালকার্ড

ঝিনাইদহ সদর উপজেলার ১১নং পদ্মাকর ইউনিয়ন পরিষদের হাটগোপালপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠ প্রাঙ্গণে "নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ" প্রকল্পের আওতায় ২২শে নভেম্বর-২০১৮ খ্রীঃ তারিখে বাল্যবিবাহ বন্ধে করনীয় শীর্ষক আলাচনা সভা, লালকার্ড প্রদর্শনী ও কুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা নির্বাহী অফিসারের পক্ষে সহকারী কমিশনার, ভূমি, ঝিনাইদহ সদর। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন-উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার, ঝিনাইদহ সদর, উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা, চেয়ারম্যান ১১ নং পদ্মাকর ইউনিয়ন পরিষদ, অফিসার ইনচার্জ-হাটগোপলপুর পুলিশ ক্যাম্প, রোজিনা আকতার, পরিচালক (এসডিপি), শিশু নিলয় ফাউন্ডেশন, সভাপতিত্ব করেন প্রধান শিক্ষক-হাটগোপালপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়। আরোও উপস্থিত ছিলেন পদ্মাকর ইউনিয়নের ৯টি ওয়ার্ড থেকে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ কমিটির ৬৩ জন সদস্য। দু'টি প্রতিষ্ঠানের সকল শিক্ষক-শিক্ষিকাবৃন্দ, অভিভাবক, সাংবাদিক, গ্রাম পুলিশ এবং স্থানীয় জনগণ। উক্ত অনুষ্ঠানে হাটগোপালপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও ভোমরাডাঙ্গা দাখিল মাদ্রাসা থেকে ৮০০জন ছাত্র-ছাত্রী অংশগ্রহণ করে। অংশগ্রহণকারী সকল ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে বাল্যবিবাহ সম্পর্কিত প্রশ্নত্তোরের মাধ্যমে কুইজ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা শেষে প্রধান অতিথী সকল ছাত্র-ছাত্রীসহ উপস্থিত সকলকে নিয়ে বাল্যবিবাহকে লালকার্ড প্রদর্শণ করেন এবং সকলে শপথ গ্রহণ করেন।

নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে উঠান বৈঠক

"নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ" প্রকল্পের আওতায় ঝিনাইদহ সদর উপজেলার পদ্মাকর ইউনিয়নের ৬ নং ওয়ার্ডের লঙ্গীপুর গ্রামে ইউ.পি সদস্য মোঃ জাহিদ হোসেন এর বাড়ীতে উঠান বৈঠক সদস্যদের নিয়ে উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। উঠান বৈঠকে বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন ২০১৭ ইং সালের পাশ হওয়া নতুন আইন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। উক্ত উঠান বৈঠকটি পরিদর্শন করেন জনাব রোজিনা আক্তার, পরিচালক (এসডিপি), শিশু নিলয় ফাউন্ডেশন। তিনি সকলের সাথে মতবিনিময় করেন।

হরিশংকরপুর ইউনিয়নের জে.সি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ৬ষ্ট-১০ম শ্রেণীর ৫০ জন ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে একটি ওরিয়েন্টেশন প্রদান করা হয়। ওরিয়েন্টেশন সেশনে বাল্যবিবাহ সম্পর্কিত (কুফল, কারণ, বিভিন্ন জরিপ প্রতিবেদন) ঝিনাইদহ সদর উপজেলার ৫টি ইউনিয়ন থেকে জরিপ প্রতিবেদনে আসা বাল্যবিবাহের কারণ ও সুপারিশমালা, বাল্যবিবাহ সম্পর্কিত ভিডিও, এবং বাল্যবিবাহ বন্ধে করণীয় বিষয়ে মাল্টিমিডিয়ার মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়। উপস্থাপন শেষে সকল ছাত্র-ছাত্রীকে নিয়ে প্রশ্নোত্তর এর মাধ্যমে কুইজ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় এবং পাঁচ জন সঠিক উত্তরদাতাকে পুরস্কার প্রদান করা হয়। পুরস্কার প্রদান করেন অত্র স্কুলের প্রধান শিক্ষকসহ সহকারী শিক্ষক ও প্রোগ্রাম অফিসার শিশু নিলয় ফাউন্ডেশন।

নার্সারীতে ফারুখ হোসেনের ঈর্শণীয় সাফল্য

মোঃ ফারুখ হোসেন বয়স ৩২ বছর। ৩ ভাই-বোনের মধ্যে সবার বড়, পিতার নাম খলিলুর রহমান মাতার নাম রহিমা খাতুন গ্রাম-পাশপাতিলা কোটচাঁদপুর, ঝিনাইদাহ। মোঃ ফারুখ হোসেন অষ্টম শ্রেণী পাশ করার পর আর পড়াশুনা করার প্রতি মনোযোগ না দিয়ে ছোট আকারে নার্সারী করার স্বপ্ন দেখেন। কিন্ত টাকার অভাবে তার স্বপ্ন বাস্তবায়ন করার সম্ভব হয়ে উঠছিল না। তিনি শিশু নিলয় ফাউন্ডেশন, এলাঙ্গী শাখা থেকে নার্সারী প্রকল্পে তার স্ত্রী মোছাঃ পলি খাতুন এর নামে ৩০০০০/- টাকা ঋণ গ্রহণ করেন। এই টাকা নিয়ে তিনি ২ বিঘা জমিতে নার্সারী চাষ করেন। প্রথম বছর তিনি নার্সারী থেকে ভাল লাভবান হন। পরবর্তী বছর তিনি সংস্থা থেকে ১ লক্ষ টাকা ঋণ গ্রহণ করেন এবং নার্সারী চাষের পাশাপাশি পেয়ারা চাষ শুরু করেন। ২০১৭ সালের শেষের দিকে তিনি এলাঙ্গী শাখা থেকে ২ লক্ষ টাকা ঋণ গ্রহণ করেন নার্সারী ও পেয়ারা চাষ থেকে ১ লক্ষ টাকা লাভ করেন। চলতি বছরে তিনি তার প্রকল্পসমূহ বৃদ্ধি করার জন্য ৪ লক্ষ টাকা ঋণ গ্রহণ করছে। বর্তমানে তিনি ১২ বিঘা জমিতে ফলজ, বনজ ও ঔষধি গাছের চারা উৎপাদন করেছেন এবং বর্তমানে বিভিন্ন জাতের চারা বিক্রি করে মাসে গড়ে ৫০০০০/- টাকা আয় করছেন। তার প্রকল্পে ৫ জনের কর্মসংস্থান হয়েছে।

ভাগ্যের চাকা পরিবর্তনে বিদেশ ফেরত মোঃ শাহ আলম

সদস্য রুপালি বেগম এর স্বামি মোঃ শাহ আলম মালয়েশিয়া থেকে বিতাড়িত দিন মজুর ব্যক্তি। তিনি প্রথমে মালয়েশিয়া যান তার ভাগ্য পরিবর্তনের লক্ষ্যে কিন্তু তার ভাগ্য খুব বেশি সুপ্রসন্ন হয়নি। সে সেখান থেকে সর্বস্ব হারিয়ে দেশে ফেরত আসে এবং আর্থিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। পরে সে দিন মজুরের কাজ শুরু করে। কিন্তু তাতে কোন লাভ হয় না। দেনাদারদের চাপে সে জর্জরিত হয়ে দিশাহারা হয়ে পড়ে। এরকম অবস্থায় সে তার স্ত্রীর মাধ্যমে সংস্থার বাঁকড়া শাখা হতে মাছ চাষ করার জন্য ১০০০০০/-এক লক্ষ টাকা ঋণ গ্রহণ করেন এবং ৭ বিঘা জমি লিজ নিয়ে মাছ চাষ শুরু করেন, প্রথম দফায় মাছ বিক্রি করে তিনি লাভবান হন এবং উৎসাহিত হয়ে পরবর্তীতে আরোও ১০ বিঘা জমি লিজ নিয়ে মাছ চাষ করছেন। বর্তমানে তার মোট ১৭ বিঘা জমিতে মিশ্র (রুই, কাতলা, মৃগেল, সিলভার কার্প, জাপানী, বাটা, তেলাপিয়া,পাবদা, মলা, গ্রাসকার্প, পুটি) ইত্যাদি মাছের চাষ হচ্ছে। এখন তার আর্থিক অবস্থা আগের থেকে অনেক ভাল। সে তার সকল দেনা পরিশোধ করে নিজের জন্য নগদ অর্থ সঞ্চয় করেছে সাথে ৩ জনের কর্মসংস্থান করেছেন। তিনি এখন একজন আদর্শ মাছ চাষি হিসাবে এলাকাতে পরিচিতি লাভ করেছেন।

তারের বেড়া তৈরীতে স্বাবলম্বী সাইফুল ইসলাম

জীবননগর উপজেলার বালিহুদা গ্রামের মোঃ সাইফুল ইসলাম একজন সফল উদ্যোক্তা। তিনি লেখাপড়ায় ভাল না থাকাই মটর গ্যারেজের কাজ শেখেন এবং দোকানের ব্যবসা শুরু করেন। সংস্থা হতে ১০০০০০/- টাকা ঋণ গ্রহণ করে মোটর সাইকেল গ্যারেজ শুরু করেন এবং পাশাপাশি নতুন কিছু করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এলাকায় তখন ব্যপক ভাবে পেয়ারা চাষ প্রসার পাচ্ছে, মাথায় আসে তারের বেড়া তৈরীর কাজ। তিনি সংস্থা হতে ১,৫০,০০০/- টাকা ঋণ গ্রহণ করে সম্পূর্ন নিজ উদ্যোগে চেইনলক মেশিন তৈরী করেন। ঐ মেশিনে বাউন্ডারী নেট হাউজ নামে ০৪ জন শ্রমিক নিয়ে রায়পুর বাজারে তারের বেড়া তৈরীর কারখানা চালু করেন। মালের গুণগত মান ভাল হওয়ায় এলাকায় পেয়ারা চাষীদের মাঝে ব্যাপক সাড়া পায়। এভাবে আরও ০৬ জন শ্রমিক নিয়ে খালিশপুর বাজারে আরও একটি তারের বেড়া তৈরীর কারখানা গড়ে তোলেন। সে কারখানার কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহৃত স্টীলের তার সরাসরি ঢাকা হতে সংগ্রহ করেন। বর্তমানে প্রতি মাসে পঁচিশ লক্ষ টাকার মালামাল বিক্রি হয়। তিনি প্রতি মাসে সত্তর হাজার টাকা নীট লাভ করছেন। ভবিষ্যতে তিনি এই কারখানার পাশাপাশি সেন্ডেল কাটিং ও কলম তৈরীর কারখানা করার ইচ্ছা পোষণ করছেন। এভাবে তিনি কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে সমাজ ও দেশের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছেন।

একজন সফল উদ্দ্যোক্তার নাম ইমরান হোসেন

ইমরান হোসেন ঝিনাইদহ জেলার মহেশপুর উপজেলার নওদাগ্রামের একজন গরীব ইমিটেশন কারীগর ছিলেন। মা-বাবা, স্ত্রী, ছেলে-মেয়েসহ ০৬ ছয় জনের সংসার। ছোট্ট একটি ঘরে তিনি ইমিটেশন পণ্যের ছোট ছোট দুল তৈরী করতেন। তাতে তার অনেক কষ্টের মধ্যে দিন অতিবাহিত হত। পিতার অভাবের পাশাপাশি ইমরান ইমিটেশন পণ্য তৈরী করে কোন রকম সংসার চালাতেন। সংস্থায় চলমান পেইজ প্রকল্পে সদস্য নির্বাচিত হওয়ার পর তিনি প্রথম ধাপে ০৫ পাঁচ দিন মেয়াদী ইমিটেশন পণ্য তৈরীর উপর দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণকালিন সময়ে তিনি বড় দুল, চীকহার, কণ্ঠচীক, সীতাহার ইত্যাদি তৈরী করা শেখেন। তখন থেকে শুরু করেন বড় পণ্য তৈরী করা। এরপর তার উৎপাদন ব্যবসায়ী লিংকেজ মিটিং এর মাধ্যমে সংযোগ ঘটানো হয় এবং ব্যাবসায়ীরা তার কাজের গুণগতমান দেখে সন্তোষ প্রকাশ করেন। শুরু হয় ব্যাবসায়ীদের অর্ডার এবং তিনি চাহিদা অনুযায়ী মাল তৈরী করে দিতে থাকেন। এরপর তিনি দ্বিতীয় ধাপে দশ দিনের ১টা বিশেষ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। বিশেষ প্রশিক্ষণ পাওয়ার পর তার কাজের গতি বাড়তে থাকে। বর্তমানে তার কারখানায় ০৬ ছয় জন কারীগর কাজ করেন যেখানে ০৩ তিন জন পুরুষ ও ০৩ তিন জন মহিলা আছেন। তিনি গড়ে প্রতি মাসে ১০০,০০০/= টাকার পন্য বিক্রয় করেন। ইমরান শিশু নিলয় ফাউন্ডেশন থেকে ৪০,০০০/- টাকা ঋণ নিয়ে একটি ডাইস কাটিং মেশিন ক্রয় করেছেন। তার বাবা ডাইস কাটিং মেশিন দিয়ে ডাইস কাটেন যে কারনে নিজের চাহিদা মিটিয়ে বাজারে বিক্রি করেন।

বর্তমানে তার উৎপাদিত পণ্য (চীক, সীতাহার, পাঁচ পিচের কণ্ঠ, বড় কণ্ঠ, লকেট, চুড়, বড় দুল, লাহারী) পার্শ্ববর্তী জেলা যশোর, চুয়াডাঙ্গা, ঝিনাইদহ থেকে এসে অর্ডার দিয়ে ক্রয় করে নিয়ে যাচ্ছে। পারিবারিক ও সামাজিক কাজে তার অংশ গ্রহণ বেড়েছে। পার্শ্ববর্তী গ্রামের ৩০ জন মত কারীগর কাজ শিখে কাজ করছে। ইমরান হোসেনের ইচ্ছা তিনি আরও ৫ টি ডাইস কাটিং মেশিন ক্রয় করবেন এবং মহেশপুর বাজারে একটি ইমিটেশন পণ্যের শো-রুম করবেন এবং এর পাশাপাশি তার নিজ বাড়ীতে ৪০-৫০ জন কারিগর নিয়ে কারখানা করবেন। ছেলে -মেয়েকে উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত করতে চান এবং তিনি তার এই উন্নতির জন্য শিশু নিলয় ফাউন্ডেশনকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

গ্রীষ্মকালীন টমেটো চাষে সিরাজুলের অভাবনীয় সাফল্য

টমেটো মূলতঃ শীতকালীন সবজি, গ্রীষ্মকালে টমেটো চাষ অনেকের মত সিরাজুলের কাছেও বিস্ময় ছিল। সিরাজুলের বাড়ি যশোর জেলার চৌগাছা উপজেলার উজিরপুর গ্রামে। সংস্থার কৃষি কর্মকর্তার নিকট সবকিছু জেনে শুনে গ্রীষ্মকালীন টমেটো চাষ করার আগ্রহ প্রকাশ করেন। এরই ধারাবাহিকতায় পিকেএসএফ এর অর্থায়নে শিশু নিলয় ফাউন্ডেশনের সহযোগিতায় কৃষি ইউনিটের আওতায় প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে গ্রীস্মকালীন টমেটো উৎপাদন প্রদর্শনী প্রদান করা হয়। সিরাজুল অন্যের জমি বর্গা নিয়ে প্রথমবারের মত ১৪ শতক জমিতে বারি হাইব্রিড-৪ জাতের গ্রীষ্মকালীন টমেটোর চাষ শুরু করেন। শীলা ও ঝড় বৃষ্টি থেকে রক্ষার জন্য পুরো জমিতে মোটা পলিথিন, বাঁশ, খুঁটি ও দড়ি দিয়ে ছাউনির ব্যবস্থা করে এবং আশায় বুক বেঁধে দিনের অধিকাংশ সময় সিরাজুল অত্যন্ত যত্নের সাথে প্রশিক্ষণের আলোকে টমেটো ক্ষেতের পরিচর্যা করতে থাকেন। পাশাপাশি সংস্থার কৃষি কর্মকর্তার সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রেখে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও কারিগরি সেবা গ্রহণ করেন। এই জমিতে টমেটো উৎপাদন হয় ৯০ মণ, গড় প্রতি কেজি ৩৫ টাকা দরে মোট ৮৮ মণ টমেটো বিক্রয় হয় ১,২৩,২০০/- টাকার। ব্যয় বাদে ১৪ শতক জমিতে নীট লাভ হয় ৮৩,২০০/- টাকা। বিষয়টি এলাকায় স্থানীয় কৃষকদের মাঝে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। সিরাজুলের সাফল্য দেখে বর্তমানে অনেক কৃষকই উক্ত এলাকায় গ্রীস্মকালীন টমেটো উৎপাদন শুরু করেছে। সিরাজুল পিকেএসএফ এবং শিশু নিলয় ফাউন্ডেশনের নিকট চিরকৃতজ্ঞ।

হাঁস পালনে একজন সফল মহিলা উদ্যোক্তা রওশনারা

ঝিনাইদহ জেলার মহেশপুর উপজেলার স্বরুপপুর ইউনিয়নের করিঞ্চা গ্রামের রওশনারা একটি স্বার্থক নাম যিনি নিজেই স্বাবলম্বী হয়ে উঠেছেন তার আত্ম-প্রচেষ্টায়। তিনি সংস্থার দত্তনগর শাখা হতে ঋণ গ্রহণ করে বাড়ির আঙ্গিনায় হাঁস পালন শুরু করে। প্রথমে ৫০০০ হাজার টাকা দিয়ে ২ দিন বয়সের ২০০ হাঁসের বাচ্চা ক্রয় করে লালন পালন শুরু করেন। এই হাঁস পরিপূর্ণ বয়সে প্রতিদিন ১৫০-১৬০টি করে ডিম দিতেথাকে। এই ডিম বিক্রয় করে হাঁসের খাদ্য ও সংসারের অন্যান্য খরচ মেটাতে সক্ষম হয়। পরবর্তিতে সে ৩০০০০ হাজার টাকা ঋণ গ্রহণ করে একই নিয়মে ৪০০টি হাঁস পালন করে এবং ডিমের পরিমান বাড়াতে থাকে। পরে সে ৮০০০০ হাজার টাকা ঋন নিয়ে তার খামারটি আরোও বড় করে এবং পূর্বের হাসঁ গুলি প্রতিটি ২৫০ টাকা দরে বিক্রয় করে আবারও ৫০০ হাঁসের বাচ্চা ক্রয় করে এগুলি লালন-পালন করে বড় করে তোলে। এখন প্রতি মাসে তিনি ৮০০০০-৯০০০০ হাজার টাকার ডিম বিক্রয় করেন। বর্তমানে সংস্থার দত্তনগর শাখায় তার হাসঁ পালন প্রকল্পে ১০০০০০/- টাকার ক্ষুদ্র উদ্যোগী ঋণ চলছে এবং উক্ত খামারে সার্বক্ষনিক ২জন শ্রমিক কাজ করছে। চাষের জন্য খরা মৌসুমীতে পানির জন্য তিনি নিজ জমিতে একটি পুকুর খনন করেছেন। তিনি নিজেই এখন একজন সফল উদ্যোক্তার দাবীদার।

সোবহান মোল্যার ভুট্টাচাষ

মাগুরা জেলার শালিখা থানার পাচঁকাহুনিয়া গ্রামের মোঃ সোবহান মোল্যা এখন একজন সুখী মানুষের নাম। সোবহান যখন ১৫ বছরে তখন পিতা মারা যান। বড় ভাই সোবহানকে ৩ ভাই ও ২ বোনসহ আলাদা করে দেয়। তিনি পিতার জমি বলতে বাড়ির ভিটা ১২ শতাংশ পান। সংস্থার সীমাখালি শাখা হতে জমি লিজ এর জন্য এককালীন ৬০০০০/- টাকা ঋন গ্রহণ করে ভূট্টাচাষ শুরু করেন। এর পর সোবহানের পিছনে দিকে তাকানো লাগেনি। বর্তমানে সোবহান মোল্যা ১৫ বিঘা জমি চাষ করছেন এবং নিজ চেষ্টায় এই বড় সংসারের অভাব দূরিভূত করেছেন বাড়িয়েছেন তার জীবনযাত্রারমান। সোবহান মোল্যার ভাষ্যমতে ভাগ্যের পরিবর্তনের জন্য সংস্থার অবদানের ভূমিকা অনুস্বীকার্য।

বাকপ্রতিবন্ধী রিনা খাতুন এখন স্বাবলম্বী

ঝিনাইদহ জেলার মহেশপুর উপজেলার হাবাসপুর গ্রামের ছোট একটি টিনের ঘরে মোছাঃ রিনা খাতুন পিতা-মাতার সাথে বসবাস। মাতা মনোয়ারা বেগম শিশু নিলয় ফাউন্ডেশনের গোলাপ মহিলা সমিতির বুনিয়াদ সদস্য। পিতা মাতার তিন ছেলে মেয়ের মধ্যে রিনা সকলের বড়। পিতার অভাবের সংসারে বাক প্রতিবন্ধী রিনা একটি বড় বাধা। শুধু রিনা নয় তার একটি মাএ ভাই তাও বাক প্রতিবন্ধী। দিশেহারা পিতা মাতার পাশে সংস্থার উজ্জীবিত প্রকল্পের মাধ্যমে রিনা ৩০ দিনের সেলাই প্রশিক্ষন গ্রহণ করে এবং প্রশিক্ষণ শেষে সেখান থেকে একটি নতুন সেলাই মেশিন ও কিছু কাপড় তার হাতে তুলে দেওয়া হয়। এটাই হল তার ভাগ্য পরিবর্তনের প্রথম সিড়ি। মেশিন পাওয়ার পর সে বাড়ির আশে পাশে কিছু শিশু ও মহিলাদের কাজ বিনা পারিশ্রমিকে করে দেন। তার কাজের গুনগতমান দেখে বাড়ির আশে পাশের কিছু নতুন কাজ রিনা সফলতার সাথে করেন। প্রথমে তার আয় কম থাকলেও আস্তে আস্তে তার কর্ম দক্ষতা সফলতার দিকে নিয়ে যায়। বর্তমানে রিনা প্রতিমাসে ৪-৫ হাজার টাকা আয় করছে এবং নিজের প্রয়োজনের পাশাপাশি সংসারে অবদান রাখতে শুরু করেছে। এছাড়া একমাত্র বাক প্রতিবন্ধী ভাই এর লেখাপড়া খরচ রিনা বহন করছেন। রিনা কথা বলতে না পারলেও সে আজ সাবলম্বী। রিনার দক্ষতা ও কাজের গুনগতমান দেখে এলাকাবাসি তার কাছেই কাজ করান।

বিলুপ্তপ্রায় ২০ প্রজাতির মাছের কৃত্রিম প্রজনন এবং চাষাবাদ কৌশল উদ্ভাবন

মিঠাপানির ২৬০ প্রজাতির মাছের মধ্যে ৬৪ প্রজাতির মাছ বর্তমানে বিলুপ্তপ্রায়। মাছের উৎপাদন বৃদ্ধিতে বিজ্ঞানভিত্তিক মাছ চাষ ও ব্যবস্থাপনার কোনো বিকল্প নেই। মাছের উৎপাদন বৃদ্ধিতে বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট থেকে ইতিমধ্যে মৎস্য চাষ ও ব্যবস্থাপনা-বিষয়ক ৬২টি প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে। উদ্ভাবিত এসব প্রযুক্তির মধ্যে বিলুপ্তপ্রায় ২০ প্রজাতির মাছের পোনা উৎপাদন ও চাষ, কৈ মাছের রোগ প্রতিরোধে ভেকসিন উদ্ভাবন, একোয়াপনিক পদ্ধতিতে স্বাস্থ্যসম্মত মাছ ও সবজি উৎপাদন, নোনা টেংরা ও পারশে মাছের পোনা উৎপাদন, কৈ, সাদা পাঙাশ, রুই, তেঁলাপিয়া ও সরপুঁটি মাছের জাত উন্নয়ন, শীলা কাঁকড়ার পোনা উৎপাদনের প্রযুক্তি উদ্ভাবন, মিঠা পানির ঝিনুকে মুক্তা উৎপাদন, ক্রিকে মাছ চাষ, সমুদ্র উপকূলে সিউইড চাষ, ফিশ ড্রায়ার ব্যবহারের মাধ্যমে গুণগত মানসম্পন্ন শুঁটকি মাছ উৎপাদন, ইঁলিশের উৎপাদন বৃদ্ধি ও সংরক্ষণে ব্যবস্থাপনা কৌশল উদ্ভাবন ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। উদ্ভাবিত এসব প্রযুক্তি মৎস্য অধিদপ্তর ও বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থার মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে সম্প্রসারণের ফলে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে দেশে মাছের উৎপাদন দাঁড়িয়েছে ৪২.৭৭ লক্ষ মেট্রিক টন। ইঁলিশ উৎপাদনে বাংলাদেশ এখন বিশ্বে প্রথম (৫.১৭ লক্ষ মে. টন), তেঁলাপিয়া উৎপাদনে বিশ্বে চতুর্থ (প্রায় ৪.০ লক্ষ মে.টন) এবং এশিয়াতে তৃতীয়। বর্তমানে বিলুপ্তপ্রায় ২০ প্রজাতির মাছের কৃত্রিম প্রজনন এবং চাষাবাদ কৌশল উদ্ভাবন করতে সক্ষম হয়েছে। এর মধ্যে পাবদা, গুলশা, ট্যাংরা, কৈ, শিং, মাগুর, ভাগনা, গুজি আইড়, চিতল, ফলি, মহাশোল, গুতুম ও কুচিয়া উল্লেখযোগ্য। ফলে বিলুপ্তপ্রায় মাছের প্রাপ্যতা বর্তমান বাজারে বৃদ্ধি পেয়েছে। বিগত ২৩/০৬/২০১৯ ইং তারিখে উদ্ভাবনীমূলক কৃষিজ উদ্যোগের আওতায় বাঁকড়া শাখায় "পুকুরে পাবদা, গুলশা, ট্যাংরা মিশ্র চাষ ও পাড়ে সবজি চাষ ব্যবস্থাপনা" বিষয়ক মাঠ দিবস আয়োজন করা হয়। উক্ত দিবসে সংস্থার সদস্যসহ মোট ৭৫ জন মাছ চাষীর উপস্থিতিতে মাছ চাষী শাহ-আলম কে ৮০০০/= টাকার অনুদান প্রদান করা হয়েছে।

সমৃদ্ধি কর্মসূচির বার্ষিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিতঃ

বিগত ২০/০৪/১৯ ইং তারিখে শিশু নিলয় ফাউন্ডেশন এর সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় এলাঙ্গী মফেজ উদ্দিন মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড পর্যায়ে বার্ষিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন শিশু নিলয় ফাউন্ডেশন

এর নির্বাহী পরিচালক মহোদয় জনাব নাছিমা বেগম, বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সংস্থার পরিচালক (এমএফপি), মোঃ জাহাঙ্গীর আলম, সভাপতিত্ব করেন অত্র ইউনিয়নের প্যালেন চেয়ারম্যান। প্রতিযোগিতা শেষে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার তুলে দেন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক মহোদয়।

'বাংলাদেশ কিশোর-কিশোরী সম্মেলন ২০১৮' অনুষ্ঠিতঃ

'মেধা ও মননে সুন্দর আগামী' এই শ্লোগানকে সামনে রেখে গত ২১ অক্টোবর ২০১৮ তারিখে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয় 'বাংলাদেশ কিশোর-কিশোরী সম্মেলন ২০১৮'। একটি সু-সংস্কৃতিবান ও ক্রীড়ামনস্ক সমাজ ও জাতি গঠনের লক্ষ্যে শিশু-কিশোরসহ সমাজের বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর জন্য পিকেএসএফ ২০১৬ সাল হতে সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। এ কর্মসূচি'র আওতায় বিভিন্ন কর্মকান্ডের ধারাবাহিকতায় ইতোমধ্যে দেশব্যাপী বাংলাদেশ কিশোর-কিশোরী সম্মেলন ২০১৮ বাস্তবায়ন করা হয়েছে। তৃণমূল পর্যায় হতে প্রতিশ্রুতিশীল কিশোর-কিশোরীদের অন্বেষণ এবং তাদের প্রতিভাকে স্বীকৃতি দানের মাধ্যমে আগামী দিনের সৎ ও যোগ্য নেতৃত্ব গড়ার উদ্দেশ্যে কিশোর-কিশোরীকে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে কর্মসূচিটি বাস্তবায়িত হয়েছে। পিকেএসএফ-এর ৬৭টি সহযোগী সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে দেশের প্রতিটি

উপজেলা ও মহানগর থানাসহ মোট ৫৫০টি উপজেলা ও থানা পর্যায়ের স্কুল/কলেজ/মাদ্রাসার প্রায় ১১০০০ ছাত্র-ছাত্রীর বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে দেশব্যাপী এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন ধরণের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সৃজনশীল প্রতিযোগিতার মাধ্যমে প্রতি উপজেলা ও থানা এবং ৬৪টি জেলা ও বিভাগীয় শহর হতে নির্বাচিত মোট ৭০০ জন কিশোর-কিশোরীকে ঢাকায় বাংলাদেশ কিশোর-কিশোরী সম্মেলন ২০১৮ এর জন্য চূড়ান্তভাবে নির্বচিত করা হয়। উক্ত সম্মেলনে এসএনএফ স্বতঃস্ফুর্তভাবে অংশগ্রহণ করেছে।

সবজি চাষে গুটি ইউরিয়া ব্যবহার প্রদর্শনী পরিদর্শন

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশনের আর্থিক ও কারিগরি সহযোগিতায় কৃষি ইউনিটের আওতায় গুটি ইউরিয়া ব্যবহার প্রদর্শনী বাস্তবায়ন করছে শিশু নিলয় ফাউন্ডেশন। বিভিন্ন সবজি ফসলে গুটি ইউরিয়া ব্যবহার করলে শতকরা ১০-২০ ভাগ ইউরিয়া সার কম লাগে এবং সবজির গুনাগুন ও ফলন বৃদ্ধি পায়। চারা রোপনের ১২-১৫ দিন পর চারার গোড়া থেকে ১০-১২ সেমি (৪-৫ ইঞ্চি) দূরে কোদাল দিয়ে উভয় পাশে লাইন টেনে অথবা চক্রাকারে এবং মাটির ৫-৮ সেমি (২-৩ ইঞ্চি) গভীরে সমপরিমাণ দূরত্বে প্রতি চারার জন্য নির্দিষ্ট গুটি ইউরিয়া প্রয়োগ করে মাটি ঢেকে দিতে হয়। সংস্থার বিভিন্ন শাখায় সবজি চাষে গুটি ইউরিয়া ব্যবহার প্রদর্শনী পরিদর্শন করেন এসএনএফ এর উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ।

গুণগত মানসম্পন্ন ইমিটেশন পণ্য তৈরী বিষয়ক প্রশিক্ষণ সম্পন্ন

বিগত ২১/১০/১৮ ইং তারিখে শিশু নিলয় ফাউন্ডেশন কর্তৃক আয়োজিত ইমিটেশন গোল্ড জুয়েলারী প্রকল্পের মহেশপুর শাখায় ১৮-১৯ অর্থ বছরের ৫ দিন মেয়াদী কারিগরদের দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণের ২য় ব্যাচের প্রশিক্ষণ বিআরডিবি হল রুম, মহেশপুর এ সম্পন্ন করা হয়েছে। উল্লেখ্য প্রকল্পটি ইফাদ ও পিকেএসএফ এর যৌথ অর্থায়নে পরিচালিত হচ্ছে।

কিশোরী ক্লাবের মাধ্যমে বিভিন্ন সামাজিক কর্মকান্ড বাস্তবায়ন

সোশ্যাল এ্যাডভোকেসি এন্ড নলেজ ডেসিমিনেশন ইউনিট, এলাঙ্গী ইউনিয়নে বাস্তবায়িত কার্যক্রমের মধ্যে "স্থানীয় প্রভাবশালী ও দায়িত্ববান ব্যক্তিদের সচেতন করতে "সামাজিক উন্নয়ন ও দায়বদ্ধতা" শীর্ষক দক্ষতাবৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ পরিচালনা করা; মাধ্যমিক/সমমানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের জন্য "বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ ও শিশু নির্যাতন দমন" শীর্ষক ওরিয়েন্টেশন পরিচলনা করা; মাধ্যমিক/সমমানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের জন্য "বাল্যবিবাহের কুফল" এবং "পুষ্টি ও প্রজনন স্বাস্থ্য" শীর্ষক ওরিয়েন্টেশন পরিচালনা করা; বাল্যবিবাহ, নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে সচেতনতামূলক গণসমাবেশ/অভিভাবক সমাবেশ আয়োজন করা; কিশোরী ক্লাব গঠন ও মিটিং পরিচালনা করা; আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন সামাজিক ইস্যুতে সাধারণ মানুষকে সচেতন ও সংবেদনশীল করে তোলা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, এ লক্ষ্যে বিভিন্ন দিবস উদ্‌যাপন করা " উল্লেখযোগ্য। গত অর্থ বছরে ২টি দিবস উদ্‌যাপন করা হয়েছে। সংস্থা কর্তৃক আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষ্যে র‍্যালি ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মুন্সী ফিরোজা সুলতানা, উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা, কোটচাঁদপুর, ঝিনাইদহ। উল্লেখ্য উক্ত র‍্যালি ও আলোচনা সভায় ০৯ টি কিশোরী ক্লাবের সদস্যগণ অংশগ্রহণ করে।

ইউপিপি উজ্জিবীত প্রকল্পর সফল বাস্তবায়নে শিশু নিলয় ফাউন্ডেশন

বিশ্বব্যাপী দারিদ্র ও ক্ষুধা দুরীকরণের লক্ষ্যে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের অর্থায়নে ও পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন (পিকেএসএফ)-এর সহযোগীতায় 'খাদ্য নিরাপত্তা ২০১২ বাংলাদেশ-উজ্জীবিত' শীর্ষক প্রকল্পটি নভেম্বর ২০১৩ ইং সালে শুরু হয়ে ৩০ এপ্রিল ২০১৯ সালে সফলভাবে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হয়েছে। সাধারণত চাষযোগ্য জমিহীন, দিনমজুর, বিধবা, স্বামী পরিত্যাক্তা, প্রতিবন্ধী ও অসহায় অতিদরিদ্র পরিবারগুলোর সেবায় এ প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছিল। পিকেএসএফ-এর অতিদরিদ্র কার্যক্রমের সাথে সামঞ্জস্য রেখে হতদরিদ্র কর্মসূচী (ইউপিপি-উজ্জীবিত) প্রকল্পটি ডিজাইন করা হয়েছিল, যাতে পরিবারগুলোর আয়ের বহুমুখীকরণের জন্য

তাদের অর্থ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে প্রসার পায়। উল্লেখ্য শিশু নিলয় ফাউন্ডেশন উজ্জীবিত প্রকল্পটিতে মোট ১৪ টি শাখার মাধ্যমে ৩৪৩০ জন অতিদরিদ্র সদস্যদের প্রকল্পাধীন বিভিন্ন উন্নয়নমূখী কার্যক্রমের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করেছে। বর্তমানে উক্ত সদস্যদের মাধ্যে ২০০ জন সদস্য সরাসরি টেইলর মাস্টার হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। ৫২০ জন সদস্য মাঁচা পদ্ধতিতে ছাগল পালন করে আত্মনির্ভরশীল হয়েছে এবং এলাকার মাংশের চাহিদা

পূরনে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। ৭৫০ জন সদস্য আধুনিক পদ্ধতিতে গরু মোটাতাজাকরণের মাধ্যমে তাদের আয় বৃদ্ধি করেছে। ৫০ জন সদস্য নিয়মিত ভার্মিন কম্পোস্ট সার উৎপাদন করে এলাকার কৃষকদের জৈবসার ব্যবহারের উপকারিতা বিষয় উদ্বুদ্ধ করছে। ১৯১০ জন সদস্য মাঠ পর্যায়ে

সরাসরি কৃষিকাজে নিয়োজিত আছে। বর্তমানে প্রকল্প বাস্তবায়িত এলাকার সদস্যগণ স্বাস্থ্য বিষয়ক যেকোন সমস্যায় নিজ উদ্যেগে এলাকার সংশ্লিষ্ট স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং প্রাণী ও কৃষিজ সমস্যায় সংশ্লিষ্ট দপ্তরে যোগাযোগ করছে যা প্রকল্পটির অভিষ্ট লক্ষ্য ছিল।

আত্ম লেখনি

কর্মসূচি সংক্রান্ত সদস্য বা কর্মীভিত্তিক বাস্তব অভিজ্ঞতালব্ধ ঘটনা, সফলতার গল্প, নতুন নতুন চিন্তাভাবনায় সমৃদ্ধ তথ্যবহুল লেখা পাঠান।

যোগাযোগ :
মেহেদী হাসান
রিসার্স এন্ড ডক্যুমেন্টেশন বিভাগ
শিশু নিলয় ফাউন্ডেশন (এসএনএফ)
ফোন : +৮৮-০৪২১-৬৫১১৫, Ext.-১১৫
Email : snfhomis@gmail.com

এসএনএফ দর্পন সম্পর্কিত আপনাদের মতামত সাদরে গৃহীত।

বুকপোষ্ট